আগষ্ট ৭ তারিখের মধ্যে স্থানীয় কনসুলেট অফিসে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে

এনআরবি-দের জন্য স্পেশাল: প্রবাসী বান্ধব সরকারের সুযোগে সাড়া দিচ্ছেন অনেকেই

একুশ রিপোর্ট

এই বৎসরে এনআরবি (নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী)-দের জন্য বাংলাদেশে স্পেশাল প্যাকেজ পাওয়ার অংশ হিসাবে জুলাই মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় দূতাবাস, কনসুলেট অফিসে প্রবাসীদের আবেদনে প্রচুর সাড়া পাওয়া গেছে। প্রবাসীদের দেশে পাঠানো রেমিটেন্সের ভিত্তিতে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে দেশে ভ্রমণ, সামাজিক অবস্থান, দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা, প্রবাসীদের দেশে অবস্থানরত পরিবারদের প্রতি দৃষ্টির উন্নয়নে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বাৎসরিক নিবন্ধনের ভিত্তিতে এনআরবি সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। অনেকেই আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন। সবচেয়ে মূল্যবান ডকুমেন্ট হচ্ছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে বৈধভাবে পাঠানো রেমিটেন্সের স্টেটমেন্ট। লস এঞ্জেলেসে বসবাসরত স্থানীয় অনেক এনআরবি একুশ পত্রিকাকে স্থানীয় সোনালী এক্সচেঞ্জে গিয়ে স্টেটমেন্ট আনার বিড়ম্বনা ও অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন। স্টেটমেন্ট ফী, সময় ক্ষেপণ ছাড়াও কাস্টমার সার্ভিসের দৈন্যতার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কজন এনআরবি ।

একুশ পত্রিকার কাছে এই ধরণের আরো অভিযোগ আসার ভিত্তিতে স্থানীয় কনসুলেটের সাথে যোগাযোগ করা হয়। সার্ভিস এবং সার্ভিস ফীর ব্যাপারে ভাইস কনসাল শামীম আহমেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি দ্রুত কাস্টমার সার্ভিসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আমরা বিদেশীদের প্রতি এবং বিদেশীরা আমাদেরকে যেভাবে সেবা দিয়ে থাকে ঠিক একই রকমভাবে বাংলাদেশের কোন প্রতিষ্ঠান যদি উন্নতমানের গ্রাহক সেবা দেয় তাতে নিজের দেশের প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রবাসীদের আগ্রহ ও সম্মান বাড়বে। এ ব্যাপারটি তিনি কনসাল জেনারেলের দৃষ্টিগোচর করবেন এবং আন্ডারস্টাফড নিবে দ্রুত কিভাবে গ্রাহক সেবা দেওয়া যায় তার উপায় বের করবার জন্য স্থানীয় ম্যানেজারের সাথে মত বিনিময়ের প্রতিশ্রুতি দেন।

এই প্রসঙ্গে সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও ও প্রেসিডেন্ট আতাউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি এই মাসে স্টেটমেন্ট সংক্রান্ত অতিরিক্ত চাপের কথা উল্লেখ করে বলেন, এনআরবি-দের জন্য একস্ট্রা এই সেবা করার সুযোগ পেয়ে তিনি আনন্দিত এবং অনেক এনআরবিরা সরকারের এই সুযোগ সেবার ডাকে সাড়া দিয়ে প্রবাসীদের অনেকদিনকার প্রত্যাশা পূরণের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রবাসীরা যাতে তাদের স্টেটমেন্ট সহজে পেতে পারেন তার জন্য অফিসে ব্যস্ততার মধ্যেও তাৎক্ষণিক সরবরাহ ছাড়াও দ্রুততম সময়ের মধ্যে মেইল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। লস এঞ্জেলেস অফিসে স্টেমেন্টের জন্য ফী নেওয়া যাতে বন্ধ হয় এবং যারা পূর্বে ফী প্রদান করেছেন তাদেরকে রিফান্ড দেবার জন্য লস এঞ্জেলেস্থ সোনালী এক্সচেঞ্জের দায়িত্বে কর্মরত কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিয়েছেন।

স্টেটমেন্ট ফী নেবার ব্যাপারে নিউ-ইয়র্ক, নিউ জার্সী, আটলান্টা, মিশিগান ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় যে তারা কোন ফী নেন না এবং একাউন্ট নাম্বার দিলে দ্রুত মেইল করার কথা জানিয়েছেন। এইসব ব্রাঞ্চের গ্রাহকসেবার মান উন্নতমানের বলে জানা গেছে। আপনাদের কোন অভিযোগে সরাসরি সোনালী এক্সচেঞ্জের প্রেসিডেন্ট ও সিইও আতাউর রহমানের সাথে (২১২) ৮০৮ ৪০৮৫ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। অন্যদিকে স্টেটমেন্টের জন্য লস এঞ্জেলেস্থ সোনালী এক্সচেঞ্জে অনেকের একই নামে তিনএর অধিক একাউন্ট রয়েছে।

লস এঞ্জেলেস্থ সোনালী এক্সচেঞ্জের পরিচালক আবু সুফিয়ান প্রবাসীদের এনআরবি স্পেশাল নিবন্ধনে প্রচুর সাড়া পেয়েছেন। প্রাথমিকভাবে বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় তিনি স্টেটমেন্টের জন্য ফী ধার্য্য করেছিলেন। গত ১৭ জুলাই তারিখ পর্যন্ত যারা রেমিটেন্সের স্টেটমেন্ট নিয়েছেন তাদের ফী ফেরত পাবেন। এ ব্যাপারে সরাসরি ব্রাঞ্চে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। যোগাযোগ ঃ ২১৩ -৩৮৪ -৯৬০০। তারা ফর্মও বিনা মূল্যে দিচ্ছেন যা ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে। www.bangladeshconsulatela.com অথবা http://probashi.gov.bd অথবা www.bmet.org.bd

এনআরবি-দের বাংলাদেশে এই নিবন্ধন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। খুব অল্প সময়ে এই প্রচারণা চালানো হয়। প্রবাসীরা বুঝে উঠতে উঠতেই সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আগষ্ট ৭ তারিখের মধ্যে স্থানীয় কনসুলেট অফিসে আবেদন পত্র দাখিল করতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, শাখা- ২ হতে জুন মাসের ১৯ তারিখে এই প্রজ্ঞাপনটি জারী করা হয়। যেহেতু অল্প সময়ে নতুন এই কনসেপ্ট সারা বিশ্বে প্রচারিত হবার জন্য যথেষ্ট নয়। সেই হেতু স্থানীয় প্রবাসীরা দেশ গড়ার কাজে নিজেদের অংশীদারিত্ব সরকারীভাবে স্বীকৃত হবার বাসনায় উৎফুল্ল হতে পারছে না কারণ সময়ের অভাব। স্থানীয় দূতাবাসগুলিকে এ ব্যাপারে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়কে আরো এক মাস সময় দেওয়ার জন্য প্রবাসীদের এই দাবী বিবেচনা করা উচিত।

উল্লেখ্য বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতটিকে আরো গতিশীল করার জন্য সরকার ২০০১ সালের ২০ ডিসেম্বর রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি পূরণের অংশ হিসেবে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য।

এনআরবি রেমিটারদের বিশেষ মর্যাদা প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া

একুশ রিপোর্ট

বৈধ উপায়ে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণকারী এনআরবিদের বাংলাদেশে বিশেষ মর্যদা দেওয়ার ঘোষণায় অনেক প্রবাসী সাড়া দিচ্ছেন। প্রতিদিনই প্রবাসীরা দেশে অর্থ প্রেরণকারী প্রতিষ্ঠানগুলির কাছে গিয়ে দেশে প্রেরিত অর্থের পরিমাণের সার্টিফিকেট নিচ্ছেন। সার্টিফিকেটটি আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। সোনালী এক্সচেঞ্জের সিইও মোঃ আতাউর রহমান জানান গত জানুয়ারী-জুন অর্থ বছরে সোনালী এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ৯১ মিলিয়ন ডলার প্রেরণ করা হয়েছে যা গত বছরে একই সময়ে এই অর্থের পরিমাণ ছিলো ৮৪ মিলিয়ন। রেমিটারের পরিমাণ কিছু কমেছে কিন্তু রেমিট্যান্সের পরিমাণ বেড়েছে।

গত বছর প্রবাস থেকে বাংলাদেশে ৮ বিলিয়ন ডলারেরও বেশী রেমিট্যান্স পাঠানো হয়েছে। এই রেমিট্যান্স বিভিন্ন দাতা দেশ ও সংস্থার কাছ থেকে সরকার গত বছর যে ঋণ সহ-ায়তা পেয়েছে এবং দেশে সরাসরি যে বিনিয়োগ এসেছে তার থেকেও অনেক বেশী। প্রবাসীদের এই নিবন্ধনের মাধ্যমে সরকারের কাছে বিদেশে থাকা বাংলাদেশীদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহে স্থানীয় কনসুলেটের প্রচেষ্টায় অগ্রগতি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

একুশ পড়ুন
একুশে বিজ্ঞাপন দিন
একুশ পত্রিকায় লিখুন
Ekush:818-941-3876

CIP Application

রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিশেষ নাগরিক সুবিধা/২০০৯ প্রদানের জন্য সু-বিধাভোগী নির্বাচন প্রসঙ্গে।

২০০৯ সালের জন্য বিশেষ নাগরিক সুবিধা প্রদানের নিমিত্ত রেমিটেন্স প্রেরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। সুবিধাভোগী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্ণায়কগুলো বিবেচনা করা হবে ঃ ১. ২০০৭ ও ২০০৮ অর্থ বছরে বৈধ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে ন্যুনতম ৫০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশে প্রেরণ এবং ২. নগদায়নের সনদপত্র/বৈধভাবে টাকা প্রেরণের প্রমানপত্র। ৩. নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সুবিধা ভোগের জন্য নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যথাঃ (i) সু-বিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবেদনকারী দেশে ঋণখেলাপী কিংবা কর খেলাপী হলে; অথবা (ii) আবেদনকারী আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে এবং সাজা ভোগ করার পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হলে কিংবা অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বিবেচিত হলে। ৪. বিশেষ নাগরিক সুবিধা নিম্নে বর্ণিত ২(দুই) শ্রেণীতে প্রদান করা হবে ঃ (i) ক শ্রেণী ও ১,০০,০০১ ও তদুর্ধ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী । (ii) খ শ্রেণী ও ৫,০০০-১,০০,০০০ মার্কিন ডলার/সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণকারী। ৫. নির্বাচিত সু-বিধাভোগীদের নিম্নবর্ণিত সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করা হবেঃ (i) বিদেশ গমন ও বিদেশ হতে প্রত্যাগমনে বাংলাদেশ বিমান বন্দরে বিশেষ ইমিগ্রেশন কাউন্টার ও পৃথক কাষ্টমস্ ব্যাগেজ কাউন্টার সুবিধা থাকবে। এছাড়া বিমানবন্দরে নির্বাচিত সুবিধাভোগীদেও সাহায্যের জন্য স্বেচ্ছাসেবক ও হেলপ্ ডেস্ক থাকবে; (ii) স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও নিজের চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিনসহ অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন; (iii) পুলিশ ষ্টেশন কর্তৃক পরিবারবর্গের নিরাপত্তা প্রদানের ও সম্পদ সংরক্ষণের বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন; (iv) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন; (v) রাজউক বা অন্যান্য সরকারী সংস্থা থেকে ভূমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য নির্ধারিত কোটার বিপরীতে সুবিধাভোগীদের প্রাপ্ত মোট পয়েন্টের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাবেন; (vi) জমি/ফ্ল্যাট রেজিষ্ট্রেশন ও নাম জারীর ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন; (vii) বিভিন্ন জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে বিদেশে বাংলাদেশ মিশনসমূহ কর্তৃক আমন্ত্রণ পাবেন; (viii) ভ্রমণের ক্ষেত্রে সড়ক, রেল ও জলযানে আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন; (ix) বিমান বন্দরে সিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার এবং স্পেশাল হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধা পাবেন; (x) ফেরত আসা প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিদেশে পুনঃ চাকরি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পাসপোর্ট নবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন এবং (xi) বিমান বন্দরে দ্রুত কাষ্টমস্ ক্লিয়ারেন্স সুবিধা পাবেন। উক্ত সুবিধাগুলোর মধ্যে ক শ্রেণীকে উপরে বর্ণিত (i)ও(xi) এবং খ শ্রেণীকে (i)ও(vi) ও (x)ও(xi) ধরনের সুবিধা প্রদান করা হবে। ৬. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক নির্বাচিত সু-বিধাভোগীকে ২(দুই)টি করে বিশেষ পরিচয়পত্র/কার্ড প্রদান করা হবে, যার একটি সু-বিধাভোগীর নিজের এবং অপরটি নমিনীর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে। আবেদনপত্রে নমিনীর নাম উলেখ করা না হলে শুধু সুবিধাভোগীকে একটি কার্ড প্রদান করা হবে। ৭. আগামী ০১/০৭/০৮ তারিখ থেকে ০৭/০৮/২০০৮ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আবেদনপত্র সংশিষ্ট মিশনে দাখিল করতে হবে। আবেদনকারী ও নমিনির ২ কপি করে ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি প্রদান করতে হবে। ৮. কোন আবেদনপত্র সরাসরি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা যাবে না। বিলম্বে প্রাপ্ত আবেদনপত্র বিবেচনা করা হবে না। ৯. সুবিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবেদনকারী ভুল তথ্য প্রদান করলে এবং যদি উক্ত ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে কোন ব্যক্তি সু-বিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে থাকলেও তিনি অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এবং প্রদত্ত কার্ড বাতিল করা হবে। এছাড়া তিনি ভবিষ্যতে সু-বিধাভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন না। ১০. আবেদনপত্রের ফরম www.probashi.gov.bd ও www.bmet.org.bd হতে ডাউনলোড কওে সংগ্রহ করা যাবে। বিস্তারিত তথ্য উভয় ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

CIP Application

আবেদনপত্র (i) আবেদনকারীর নাম (ii) পিতার নাম (iii) মাতার নাম (iv) স্ত্রী/স্বামীর নাম- সন্তান সংখ্যা- পুত্র- কন্যা- (v) বয়স (vi) বর্তমান ঠিকানা (vii) স্থায়ী ঠিকানা (viii) নমি-নির নাম- বয়স- সম্পর্ক- (ix) টি, আই, এন (যদি থাকে) বাংলাদেশের কর অঞ্চলের নামও (x) পাসপোর্ট নম্বর প্রদানের স্থান- প্রদানের তারিখ- (xi) নিয়োগকারী/নিয়োগকারী সংস্থা/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম (xii) কাজের/পদের নাম (xiii) মাসিক আয় (ক) অবস্থানকারী দেশের মুদ্রায় - (খ) সমপরিমাণ মার্কিন ডলার -
(xiv) বিগত অর্থ বছরে কত টাকা প্রেরণ করিয়াছেন (xv) টাকা প্রেরণের স্বপক্ষে প্রমাণপত্র (xvi) পূর্বে প্রাপ্ত কার্ডের সংখ্যা- বছর- (xvii) আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমি দেশে ঋণ খেলাপী বা কর খেলাপী নই, আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হয় নাই বা সাজাপ্রাপ্ত হইলে সাজা ভোগ করিবার পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং আমি অন্য কোন কারণে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হই নাই। তারিখ ঃ স্বাক্ষও বিঃ দ্রঃ আবেদনকারী ও নমিনির ২ কপি করে ষ্ট্যাম্প সাইজের ছবি প্রদান করিতে হইবে। আবেদনকারীর ছবি (১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি সংশিষ্ট দূতাবাস কর্তৃক সত্যায়িত হইবে) নমিনির ছবি (১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি বাংলাদেশ ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত হইবে)

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে: ফখরুদ্দীন

প্রথম পাতার পর:
এজন্য স্থানীয় সরকার কমিশন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ওই আইনের ভিত্তিতে অচিরেই একটি পূর্ণাঙ্গ স্থানীয় সরকার কমিশন করা হবে। সরকারের আওতা থেকে স্থানীয় সরকারকে আলাদা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।"
দুর্নীতিবাজদের সঙ্গে সরকারের আপসের প্রশ্নই আসে না দাবি করে ড. ফখরুদ্দীন বলেন, শুরু থেকেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের বড় অবস্থান ছিল। আমরা সেই অবস্থান থেকে সরে আসিনি। আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। দূর্নীতি দমন কমিশন অনেক শক্তিশালী হয়েছে। এখন আমরা সবাই যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেই, দুর্নীতি পরিহার করি এবং দুর্নীতিকে ঘৃণা করি তাহলে পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়ন ঘটবে।"
নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, "সারাবিশ্বে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি চলছে। এ থেকে উত্তরণের জন্য একটি উপায় রয়েছে, তা হলো কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। বিদেশ থেকে আমদানি করে খাদ্য ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য কৃষকদের এগিয়ে আসতে হবে।"
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে স্থানীয় সংলাপে প্রধান উপদেষ্টা ফখরুদ্দীন আহমদ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান ও এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে বলে জানান।
তিনি বলেন, "যে লক্ষ্য নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম, আশা করছি, তা পূরণ হবে। নির্বাচন শুধু সুষ্ঠুই হবে না, বরং তা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন হবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।"
গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের আন্তরিকতার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "তত্ত্বাবধায়ক সরকার চায় দুটি প্রধান দলই স্বতঃফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নিক। এ জন্য আমাদের সদিচ্ছার কোনও ঘাটতি নেই।"
যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, "গত ৩৭ বছর ধরে বিভিন্ন ধরনের সরকার এসেছে, কিন্তু কেউই বিচারের বিষয়ে কিছুই করেনি। আমরা অল সময়ের সরকার, বিচার পুরোপুরি করতে না পারলেও পরবর্তী যে কোনও সরকার যাতে সহজেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারে; তার উপযুক্ত পরিবেশ ও ক্ষেত্র তৈরি করে যাবো। যুদ্ধাপরাধীরা নির্বাচনে আসুক- এটা এ সরকারেরও কাম্য নয়।"
দুর্নীতি ও কালো টাকার প্রভাবমুক্ত নির্বাচনী সংস্কৃতি গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, "ভোট হলো প্রত্যেকটি মানুষের একটি একটি অস্ত্র। আর এই অস্ত্র দিয়েই স্বাধীন দেশের নাগরিকের সর্বোচ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দুর্নীতি ও কালোটাকার প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে নির্বাচনী অপ সংস্কৃতির গুণগত পরিবর্তন আনতে হবে।"
তিনি বলেন, "জনগণের অংশগ্রহণ, সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রচেষ্টায় ছবিসহ ভোটার তালিকা তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীতে আর কোনও দেশ এত বেশি ভোটারকে ছবিসহ নিব-ন্ধিত করতে পারেনি।"
ফখরুদ্দীন আহমদ বলেন, "নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। স্থানীয় সরকার নির্বাচনের যে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, সে অনুযায়ী আগামী আগস্ট মাসে চার সিটি ও নয় পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।"
ঢাকার বাইরে সংলাপের গুরুত্ব তুলে ধরে তিনি বলেন, "গণতন্ত্র বিকাশের অন্যতম শর্ত হল নির্বাচন অনুষ্ঠান। তবে এটিই একমাত্র শর্ত নয়। আর সংলাপের একটি উদ্দেশ্য হল নির্বাচন পরবর্তী সময়ে দেশবাসীর আশা আকাংক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করা। আমরা শুধু ঢাকায় বসে সংলাপ করতে চাইনি। আপনাদের কাছে এসে আলোচনা করছি। ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে খোলামনে সংলাপ করছি।"
শাহজাদপুরে বিশ্বকবি রবিঠাকুরের স্মৃতি বিজরিত রবীন্দ্রকাচারী বাড়ি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ওই সংলাপে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা, সমাজকর্মী, রাজনৈতিক কর্মী, সা-ংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ অংশ নেন।

আ'লীগ দুর্নীতিবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখবে ঃ শেখ হাসিনা

নির্বাচনের কোনো ব্যত্যয় গ্রহণযোগ্য হবে না ঃ বাউচার

কূটনৈতিক প্রতিবেদক

২৭ জুলাই ২০০৮: দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী রিচার্ড বাউচারের সাথে আলাপকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আগামীতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হবে। একই সাথে সন্ত্রাস দমনে আওয়ামী লীগ কঠোর অবস্থানে থাকবে।
সাক্ষাৎকালে রিচার্ড বাউচার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র এ বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার দেখতে চায়। এর কোনো ব্যত্যয় তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।
চিকিৎসার জন্য সাময়িক মুক্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত শেখ হাসিনার সাথে গতকাল বৈঠক করেন রিচার্ড বাউচার। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় শুক্রবার বেলা ১১টায় ওয়াশিংটনে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরে ওই বৈঠক হয় বলে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বিশেষ সহকারী ড. হাসান মাহমুদ।
হাসান মাহমুদ বাংলাদেশ সময় শনিবার দুপুর পৌনে ১২টায় ওয়াশিংটন থেকে টেলিফোনে বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'রিচার্ড বাউচার বলেছেন, বাংলাদেশের সরকার পরিচালনায় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত ছাড়া অন্য কারো মুখ্য ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই।'
শেখ হাসিনা দেশে শিগগির সাধারণ নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী মন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। সরকারের চলমান দুর্নীতি দমন অভিযান ও সংস্কার কার্যক্রমে সমর্থন জানিয়ে ক্ষমতায় গেলে তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি।
বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের কর্মকর্তারা ছাড়াও বাংলাদেশে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি, শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও হাসান মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।
হাসান মাহমুদ জানান, বৈঠকে শেখ হাসিনা বাংলাদেশে শিগগিরই সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের দৃঢ় অবস্থানের কথাও জানান তিনি। একই সাথে মানবাধিকার রক্ষা এবং সব নাগরিকের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা প্রত্যাশা করেছেন শেখ হাসিনা।
আওয়ামী লীগ প্রধানের বিশেষ সহকারী বলেন, 'শেখ হাসিনা বলেছেন, সরকার যদি আগে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের উদ্যোগ নেয় তাহলে সাধারণ নির্বাচন নিয়ে জনমনে যে সন্দেহ রয়েছে তা আরো ঘনীভূত হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মূল দায়িত্ব একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা। তাই অতি দ্রুত দেশে সাধারণ নির্বাচন প্রয়োজন।'
দুর্নীতি দমন ও সংস্কারের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের কার্যক্রমে সমর্থন জানালেও তিনি বলেন, দুর্নীতির নামে রাজনীতি দমন আওয়ামী লীগ সমর্থন করবে না। ২০০৫ সালে আওয়ামী লীগই জাতীয় সংসদে ৩১ দফা সংস্কারের প্রস্ত্তাব দিয়েছিল।
আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসের শিকার বলে মন্তব্য করে শেখ হাসিনা বলেন, 'আওয়ামী লীগ সন্ত্রাস দমনে সোচ্চার ছিল এবং ভবিষ্যতেও সোচ্চার থাকবে।'
হাসান মাহমুদ বলেন, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে আগামীতেও তা অব্যাহত রাখা ও বিনিয়োগ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন।
তিনি আরো জানান, রিচার্ড বাউচারের সাথে বৈঠকের পর শেখ হাসিনার সাথে জেমস এফ মরিয়ার্টির প্রায় দেড় ঘন্টাব্যাপী একটি বৈঠক হয়।
চিকিৎসার জন্য গত ১১ জুন শেখ হাসিনাকে আট সপ্তাহের জন্য মুক্তি দেয় সরকার। এর পরদিনই তিনি যুক্তরাষ্ট্রে রওনা হন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সম্প্রতি তিনি যুক্তরাজ্য যান। সেখানে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের সাথে তার বৈঠক হয় বলে পত্রপত্রিকায় খবর প্রকাশ হয়। বৈঠকের খবর অস্বীকার করলেও এরশাদ লন্ডন থেকে শুক্রবার দেশে ফিরে জানান, আওয়ামী লীগের সাথে মহাজোটে তিনি আছেন।
জাতীয় পার্টির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বর্তমানে যুক্তরাজ্যে রয়েছেন। সেখান রয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক (ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালনকারী) সৈয়দ আশরাফুল ইসলামও।
আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান শুক্রবার বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, 'আমরা জাতীয় পার্টির সাথে ঐক্যবদ্ধ নির্বাচন করার কথা ভাবছি।'
আওয়ামী লীগ উপজেলা নির্বাচনের আগে জাতীয় নির্বাচন দাবি করলেও এরশাদ উপজেলা নির্বাচন আগে করার পক্ষে।
বিকল্প ধারা সভাপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরী শুক্রবার দলের এক সমাবেশে বলেন, তারাও আওয়ামী লীগের সাথে মহাজোটে থাকবেন।
এ দিকে মহাজোট নিয়ে এরশাদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের অন্যতম শরিক বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন সাংবাদিকদের জানান, তারা এরশাদকে অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক শক্তির অংশ মনে করেন না।
রাজশাহীতে মেয়র পদে মনোনয়ন নিয়ে ওয়ার্কার্স পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের টানাপড়েন সৃষ্টি হয়েছিল।
২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির বাতিল হওয়া সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট গঠিত হয়। ১৪ দলের বাইরে জাতীয় পার্টি, লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি), ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশ তাতে যোগ দেয়।